ভোরের কাগজ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

MAR 06 2002

ইংরেজি ভাষাসম্পদ মেলা উদ্বোধনকালে রাষ্ট্রপতি

দেশে ইংরেজি শিক্ষার মান বাড়াতে ব্রিটিশ কাউন্সিলকে উদ্যোগ নিতে হবে

কাগজ প্রতিবেদক : ব্রিটিশ কাউন্সিল আয়োজিত তিনদিনব্যাপী ইংরেজি ভাষা সম্পদ মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী বলেছেন, বিশ্বব্যাপী যোগাযোগের ক্ষেত্রে ইংরেজি এখন আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃত। সুতরাং, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সংস্কৃতি বিনিময় থেকে শুরু করে অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অংশগ্রহণের জন্য এই মেলা তরুণ প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করবে, সুযোগ গ্রহণের জায়গায় উৎসাহিত করবে।

ঢাকার বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার ফুলার রোডে অবস্থিত ব্রিটিশ কাউন্সিলের প্রধান কার্যালয়ে মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন ব্রিটিশ হাইকমিশনার রবার্ট গিবসন, ব্রিটিশ কাউন্সিল প্রধান কার্ল রয়টার, রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ কর্নেল মোশাররফ হোসেন, সাউথব্রিজ স্কুলের প্রধান শিক্ষক জিনাত চৌধুরী এবং টিচিং কাউন্সিল ব্যবস্থাপক মার্ক মার্ভেলমোর।

রাষ্ট্রপতি ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন সময়টিকে গর্ব করার মতো উল্লেখ করে বলেন, ইংরেজির ঐতিহাসিক শেকড় থাকায় এখন অনেক বাংলাদেশী এটাকে দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ব্যবহার করছে। কিন্তু সাম্প্রতিক অতীতে এর মান হ্রাস পেয়েছে। সেজন্য ইংরেজি শিক্ষার মান বাড়ানোর পাশাপাশি ব্রিটিশ কাউন্সিলকে ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষক প্রশিক্ষণের সঙ্গে বাংলা মাধ্যমে শিক্ষকও প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নিতে হবে।

ব্রিটিশ হাইকমিশনার রবার্ট গিবসন বলেন, বাংলাদেশে বর্তমানে ১৫ থেকে ২০ শতাংশ লোক ইংরেজি লিখতে ও বলতে জানে, পুরো পৃথিবী জুড়ে এই সংখ্যা প্রায় ১ বিলিয়ন। বিশ্বায়নের যুগে সব ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকে থাকার জন্য এই দেশে ইংরেজি ভাষা শেখা মানুষের সংখ্যা বাড়াতে হবে।

ব্রিটিশ কাউন্সিলের বিভিন্ন সুবিধা, উদ্যোগ এবং এ পর্যন্ত প্রায় ১০০ বাংলাদেশীকে যুক্তরাজ্যে বৃত্তি নিয়ে পড়তে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টির কথা উল্লেখ করে ব্রিটিশ হাইকমিশনার বলেন, বাংলাদেশ সরকারের সহায়তা পেলে ব্রিটিশ কাউন্সিল ইংরেজি ভাষা শেখার ক্ষেত্রে এবং দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আরো কার্যকর পদক্ষেপ নেবে।

ব্রিটিশ কাউন্সিলের পরিচালক কার্ল রয়টার বলেন, দীর্ঘদিন ধরে ব্রিটিশ কাউন্সিল এদেশে কাজ করে যাচ্ছে। তিন দিনের চলমান মেলায় কাউন্সিল পরিচালিত ইংরেজি শেখার বিভিন্ন পদ্ধতির তথ্য উপস্থাপন, ইংরেজি-বাংলা বিতর্ক, ইংরেজি ভাষা শেখার বই, সাহিত্য উপস্থাপনের মাধ্যমে মূলত দুই দেশের মধ্যকার সম্পর্ককে আরো গতিশীল করে তুলবে।

ব্রিটিশ কাউন্সিল টিচিং কাউন্সিল ম্যানেজার মার্ক মার্ভেল মোর ঢাকা-চট্টগ্রামে ব্রিটিশ কাউন্সিলের শাখার পাশাপাশি রাজশাহী-সিলেট, খুলনায় শাখা চালু করার কথা উল্লেখ করে বলেন, এসব শাখায় ইংরেজি ভাষা শেখার কোর্স চালুর পাশাপাশি লাইব্রেরির সদস্য বৃদ্ধি করারও চেষ্টা থাকবে।

আগামী শুক্রবার পর্যন্ত চলমান মেলায় ব্রিটিশ কাউন্সিলের নিজস্ব প্রকাশনা ছাড়াও ইউনিভার্সিটি পাবলিকেশন্স লিমিটেড, করিম ইন্টারন্যাশনাল, ওয়ার্ল্ড বুক ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার এবং ফ্রেন্ডস বুক বই প্রদর্শনী ও বিক্রির জন্য অংশ নিয়েছে। মেলায় ব্রিটিশ কাউন্সিল সদস্যদের জন্য ১০ শতাংশ মূল্য ছাড় থাকবে। মেলা চলাকালীন বই প্রদর্শনীর চেয়ে বড়ো আকর্ষণ হলো ইংরেজি ভাষা শেখার বিভিন্ন পদ্ধতির তথ্য সম্ভার, ইংরেজি ভাষা প্রধান দেশগুলোর বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য, শিক্ষক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা, লাইব্রেরি সংগ্রহের পরিমাণ এবং বিষয় সম্পর্কে তথ্য ইত্যাদি।